শানে আউলিয়া

১। يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ -

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, আরো আনুগত্য করো রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে নির্দেশদানের যোগ্য মহান ব্যক্তিদের" (সুরা নিছা, আয়াত নং ৫৯)।" উলুল আমর" হচ্ছেন ন্যায়পরায়ন শাসক, মুজতাহিদ ও আউলিয়ায়ে কেরামগণ। তাঁদের আনুগত্য করাও ফরয।

২। يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আল্লাহর পথে উছিলা তালাশ কর" (সুরাঃ মায়িদা, আয়াত নং ৩৫)। উছিলা অর্থ অলী-আল্লাহ্।

৩। يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সাদিকীনের (অলীগণের) সঙ্গ লাভ কর" (সুরা-তওবা, আয়াত নং-১১৯)। কেননা, তারা ঈমান ও আমলের রক্ষক।

৪। اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ

"জেনে রেখো! নিশ্চয়ই আল্লাহর অলীগণের জন্য ভবিষ্যতের কোন প্রকার ভয় নেই এবং অতীতের জন্যও তাঁরা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হবেন না।" (সূরা ইউনুছ ৬২ আয়াত)

৫। لَايَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اُحِبَّهُ فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِىْ يَأْخُذُ بِهِ وَرِجْلَيْهِ الَّذَيْنِ يَمْشِىْ بِهِمَا

وَاِذَا سَاَلَنِيْ شَيْئًا لَاُعْطِيَنَّهُ (مشكوة شريف)

"আমার বান্দা নফল ইবাদাতের মাধ্যমে ক্রমাগতভাবে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে। ফলে আমি তাঁকে মুহাব্বত করতে থাকি। যখন সে আমার মাহবুব বা মুহাব্বতের পাত্র হয়ে যায়, তখন আমি তাঁর কান হয়ে যাই- যা দিয়ে সে শুনে। আমি তাঁর চোখ হয়ে যাই- যা দিয়ে সে দেখে। আমি তাঁর হাত হয়ে যাই- যা দিয়ে সে ধরে। আমি তাঁর পা হয়ে যাই- যা দিয়ে সে চলে। যখন সে আমার কাছে কিছু চায়, আমি অবশ্য অবশ্য তাঁকে সে জিনিস দিই"। (হাদীসে কুদ্‌ছী, মিশকাত ও বুখারী শরীফ)।

অলীগণের দোয়ার গ্যারান্টি আছে। এই অবস্থাকে ফানাফিল্লাহ্ বলা হয়।

৬। عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّ اَشْعَثَ اَغْبَرَ مَدْفُوْعٍ عَنِ الْاَبْوَابِ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهٗ- (رواه مسلم)

"হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করেছেন- এমন অনেক উসকো খুসকো চুল ও ধুলা মলীন বিশিষ্ট ওলী আছে, যাদেরকে মানুষের দরজা হতে বিতাড়ন করা হয়, অথচ তাঁরা যদি আল্লাহর কাছে কিছু দাবী করে বসে, তাহলে আল্লাহ্ তাঁদের সে দাবী অবশ্যই পূরণ করেন" (মুসলিম শরীফ)

৭। مَنْ عَادٰلِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ -

" যে ব্যক্তি আমার অলীর সাথে শত্রুতা করে, আমি তাকে যুদ্ধের জন্য আহবান জানাই" (বুখারী ও মিশকাত শরীফ)

৮। عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهٗ قَالَ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلْاَبْدَالُ يَكُوْنُوْنَ بِالشَّامِ وَهُمْ اَرْبَعُوْنَ رَجُلًا كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ اَبْدَلَ اللّٰهُ مَكَانَهٗ رَجُلًا

يُسْقٰى بِهِمُ الْغَيْثُ وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْاَعْدَاءِ وَيُصْرَفُ عَنْ اَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْعَذَابُ (مشكوة)

"হযরত আলী (কঃ ওয়াজঃ) বর্ণনা করেন- আমি নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি যে- শামে চল্লিশ জন আবদাল হবেন। তাঁদের মধ্যে কেউ ইন্তেকাল করলে অন্য লোক দিয়ে আল্লাহ্ সেস্থান পূরণ করবেন। তাঁদের উছিলায় বৃষ্টি বর্ষিত হবে, শত্রুদের উপর তাঁদের উছিলায় বিজয় লাভ হবে এবং তাঁদের উছিলায়ই শামবাসীদের উপর থেকে আযাব দূরীভূত হবে।" (মিশকাত)

(শামঃ সিরিয়া, জর্দান, লেবানন, ফিলিস্তিন ও ইরাক এর সম্মিলিত নাম)

৯। عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَمِاَةَ نَفْسٍ عَلٰى قَلْبِ اٰدَمَ- وَلَهٗ اَرْبَعُوْنَ قُلُوْبُهُمْ عَلٰى قَلْبِ مُوْسٰى- وَلَهٗ سَبْعَةٌ قُلُوْبُهُمْ عَلٰى قَلْبِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ- وَلَهٗ خَمْسَةٌ قُلُوْبُهُمْ عَلٰي قَلْبِ جِبْرَائِيْلَ- وَلَهٗ ثَلٰثَةٌ قُلُوْبُهُمْ عَلٰي قَلْبِ مِيْكَائِيْلَ- وَلَهٗ وَاحِدٌ قَلْبُهٗ عَلٰى قَلْبِ اِسْرَافِيْلَ- كُلَّمَا مَاتَ الْوَاحِدُ اَبْدَلَ اللّٰهُ مَكَانَهٗ مِنَ الثَّلٰثَةِ وَكُلَّمَا مَاتَ الْوَاحِدُ مِنَ الثَّلٰثَةِ اَبْدَلَ اللّٰهُ مَكَانَهٗ مِنَ الْخَمْسَةِ وَكُلَّمَا مَاتَ الْوَاحِدُ مِنَ الْخَمْسَةِ اَبْدَلَ اللّٰهُ مَكَانَهٗ مِنَ السَّبْعَةِ وَكُلَّمَا مَاتَ الْوَاحِدُ مِنَ السَّبْعَةِ اَبْدَلَ اللّٰهُ مَكَانَهٗ مِنَ الْاَرْبَعِيْنَ وَكُلَّمَا مَاتَ الْوَاحِدُ مِنَ الْاَرْبَعِيْنَ اَبْدَلَ اللّٰهُ مَكَانَهٗ مِنَ الثَّلٰثِمِاَةِ وَكُلَّمَا مَاتَ الْوَاحِدُ مِنَ الثَّلٰثِمِاَةِ اَبْدَلَ اللّٰهُ مَكَانَهٗ مِنَ الْعَامَّةِ- بِهِمْ يُدْفَعُ الْبَلَاءُ عَنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ- رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ

مَرْفُوْعًا (مِرْقَاتْ)

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে মারফু সূত্রে নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ "আল্লাহ তায়ালার এমন তিনশ জন খাস বান্দা রয়েছেন- যাদের কলব (হাল) হযরত আদম আলাইহিছ ছালামের কলবের (হালের) উপর প্রতিষ্ঠিত। আরও সাতজন আছেন- যাদের কলব (হাল) হযরত ইব্রাহীম আলাইহিছ ছালামের কলবের (হালের) উপর প্রতিষ্ঠিত। আরও পাঁচজন আছেন- যাদের কলব হযরত জিবরাঈল আলাইহিছ ছালামের কলবের উপর প্রতিষ্ঠিত। আরও তিনজন আছেন- যাদের কলব হযরত মিকাইল আলাইহিছ ছালামের কলবের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে। আরও একজন আছেন- যার কলব হযরত ইসরাফীল আলাইহিছ ছালামের কলবের উপর প্রতিষ্ঠিত। উক্ত ৩৫৬ জনের মধ্যে সর্বোচ্চজন ইনতিকাল করলে, আল্লাহ তায়ালা নিম্নস্থ তিনজন থেকে ঐ স্থান পূরণ করেন। তিনজনের মধ্যে একজন ইনতিকাল করলে পাঁচজন থেকে, পাঁচজনের কেউ ইনতিকাল করলে সাতজন থেকে, সাতজনের কেউ ইনতিকাল করলে চল্লিশজন থেকে, চল্লিশজনের কেউ ইনতিকাল করলে তিনশজন থেকে, তিনশজনের কেউ ইনতিকাল করলে সাধারণ অলীগণের মধ্য হতে উপরের স্থানসমূহ পূরণ করেন। তাঁদের উছিলায়ই আমার এই উম্মতের বালা মুসিবত দূর করা হয়ে থাকে" (ইবনে আছাকির ও মিরকাত, মিশকাত হাশিয়া)। তাঁদেরকে আউলিয়ায়ে মুতাছাররিফীন বলা হয়।

اِذَا تَجَرَّدَتِ النُّفُوْسُ الْقُدْسِيَّةُ مِنَ الْعَلَائِقِ الْبَدَنِيَّةِ ١٥ اِتَّصَلَتْ اِلَى الْمَلَاءِ الْاَعْلٰى وَتَسِيْرُ فِيْ اَقْطَارِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ حَيْثُ تَشَاءُ وَتَرٰى وَتَسْمَعُ الْكُلَّ كَالْمُشَاهِدِ (مِرْقَاتْ وَتَيْسِيْرْ لِلْعَلَّامَةِ الْمُلَّا عَلِيِّ الْقَارِيْ وَالْعَلَّامَةِ الْمُنَاوِيْ)

"যখন প্রবিত্রাত্মা ও পূন্যাত্মাগন শারিরীক বন্ধন থেকে মূক্ত হয়ে যান- তখন

উর্ধ্ব জগতের ফিরিস্তাদের সাথে মিশে যান এবং ইচ্ছানুযায়ী আসমান ও জমিনের সর্বত্র ঘুরে বেড়ান। তাঁরা চাক্ষুস ব্যক্তিদের ন্যায় সবকিছু দেখতে ও শুনতে পান।" (মোল্লা আলী ক্বারীর মিরকাত ও আল্লামা মানাভীর তাইছির)। ওলীগণের এ অবস্থা হলে নবীজীর অবস্থা কতটুকু বেশী- তা সহজেই অনুমেয়। এজন্যই তিনি হাযির ও নাযির।

١١। مَنْ نَادَنِيْ بِاسْمِيْ فِيْ كُرْبَةٍ كُشِفَتْ- وَمَنِ اسْتَغَاثَ بِيْ فِيْ شِدَّةٍ فُرِجَتْ- وَمَنْ تَوَسَّلَ بِيْ اِلَى اللّٰهِ فِيْ حَاجَةٍ قُضِيَتْ (بَهْجَةُ الْاَسْرَارْ)

"যে ব্যক্তি আমার (বড়পীর) নাম ধরে ডাক দিয়ে তার পেরেশানীতে সাহায্য চাইবে, তার পেরেশানী দূর হবে। আর যে ব্যক্তি কঠিন বিপদে পড়ে আমার রূহানী সাহায্য প্রার্থনা করবে, তার বিপদ দূর হবে। আর যে ব্যক্তি আমার উছিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে কিছু চাইবে, তার বাসনাও পূর্ণ হবে"। (গাউসুল আ'যম আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর উক্তি- বাহ্জাতুল আছরার)।

١٢। اِنَّ السُّعَدَاءَ وَالْاَشْقِيَاءَ لَيُعْرَضُوْنَ عَلٰى عَيْنَيَّ فِى اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ وَعِزَّةِ رَبِّيْ لَاَنَّيْ غَامِصٌ فِيْ بِحَارِ عِلْمِ اللّٰهِ (بَهْجَةُ الْاَسْرَارْ)

"সব নেককার ও বদকার আমার দৃষ্টিতে ভাসমান। আর আমার দৃষ্টি লওহে মাহ্ফুযে। আমার প্রতিপালকের মর্যাদার শপথ- আমি আল্লাহর এলেমের সমুদ্রের ডুবুরী" (বাহ্জাতুল আছরার)।

١٣। قَالَ السَّيِّدُ جَمَالُ مَكِّيٌّ فِيْ فَتَاوَاهُ سُئِلْتُ عَمَّنْ يَّقُوْلُ فِى الشَّدَائِدِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ- اَوْيَا شَيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ الْجِيْلَانِيُّ شَيْئًا لِلّٰهِ- اَوْيَاعَلِيُّ- هَلْ هُوَ جَائِزٌاَمْ لَا؟ فَقُلْتُ نَعَمْ هُوَاَمْرٌ مَّشْرُوْعٌ وَشَيْئٌ مَّرْغُوْبٌ لَّايُنْكِرُهُ

الأمتكبر او معاند وهو محروم عن فيوض الاولياء الكرام وبركاتهم -

"সৈয়দ জামাল মক্কী (রহঃ) তাঁর ফতোয়াতে বলেনঃ আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি কঠিন বিপদে পড়ে যদি রুহানী সাহায্যের আশায় 'ইয়া রাসূলাল্লাহ', অথবা 'ইয়া শেখ আব্দুল কাদের জিলানী শাইয়ান লিল্লাহ', অথবা 'ইয়া আলী' বলে সাহায্য চায়- তা হলে জায়েয হবে কিনা ও উত্তম কিনা? তদুত্তরে আমার মত হচ্ছে, এরূপ সাহায্য চাওয়া শরীয়ত মোতাবেক জায়েয ও উত্তম কাজ। অহংকারী অথবা বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতিত কেউ এটা অস্বীকার করতে পারে না। সেই ব্যক্তি নিশ্চয় আউলিয়ায়ে কেরামের ফয়েয ও বরকত থেকে বঞ্চিত"- সৈয়দ জামাল মক্কী (মক্কার মুফতী)।

১৪। আল্লাহ্‌র এলেমে মানুষের এমন কিছু তাকদীর আছে- যা কোন কারণে পরিবর্তন হতে পারে। এমন তাক্বদীর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার অলৌকিক ক্ষমতা আল্লাহ্ পাক হযরত গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)-কে দান করেছেন।" (মকতুবাতে ইমামে রাব্বানী ৩য় খন্ড- মাকতুব নং-১২৩)

(হাদীস শরীফে এসেছে- "লা ইয়ারুদ্দুল ক্বাযা ইল্লা বিদ্‌দুয়া"। অর্থাৎ– তাক্বদীর একমাত্র দোয়ার দ্বারাই পরিবর্তণ হতে পারে। হযরত গাউছুল আযমের দোয়ায়ও তাক্বদীর পরিবর্তণ হয়।)

গাউছুল আযম হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)-এর মাযার শরীফ।